

স্মারক নং-২১.০০.০০০০.৩৬৩.২২.০১৮.১৮-১৭৪

তারিখঃ ০৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ

পরিপত্র

বিষয়ঃ সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে [পণ্য (Goods), কার্য (Works), সেবা (Service) ও ভৌত সেবা (Physical Service)] প্যাকেজ/লটে বিভক্তিকরণে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধির নির্দেশনাসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ প্রসঙ্গে।

সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য নির্দেশক্রমে জানানো যাচ্ছে যে, কোন ক্রয় কাজকে একাধিক প্যাকেজ এবং লটে বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট আইন, ২০০৬ (পিপিএ, ২০০৬) এর ধারা-১১(৫) এর বিধান নিম্নরূপঃ

"ক্রয়কারী সাধারণভাবে কোন একক ক্রয় কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করিতে পারিবেনা, তবে ক্রয়কারী ক্রয়কার্য সম্পাদনের সুবিধার্থে একটি একক কাজ একাধিক প্যাকেজে এবং একটি প্যাকেজকে একাধিক লটে বিভক্ত করিতে পারিবে।"

উপর্যুক্ত বিষয়ের ধারাবাহিকতায় ধারা-১১(৬) এর নির্দেশনা নিম্নরূপঃ

"উপধারা (৫) এর অধীন কোন একক কাজ একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা হইলে, উক্ত প্যাকেজসমূহের মোট অর্থের পরিমাণ অনুমোদনের এখতিয়ার যে কর্তৃপক্ষের থাকিবে, উক্ত যে কোন প্যাকেজের চুক্তি সম্পাদনের জন্য সকল প্যাকেজের ক্রয় প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সেই কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপন করিতে হইবে।"

০২। আইনের উপর্যুক্ত ধারাসমূহের অনুবৃত্তিক্রমে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (পিপিআর, ২০০৮) এর বিধি-১৫-১৭ এ বিস্তারিত সংস্থান উল্লেখ করা হয়েছে। বিধিসমূহের মূল ভাষ্য হচ্ছে ক্রয়কারী প্রস্তাবিত ক্রয়কার্য এবং ক্রয়ের বিষয় সতর্কতার সাথে পর্যালোচনা করে এবং ক্রয়ের বৈশিষ্ট্য ও পরিমাণ বিবেচনা করে প্যাকেজ একিভূত বা বিভক্তিকরণ করবে। এ ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়সমূহ বিধি-১৫(২) এ উল্লেখ করা হয়েছে। একই বিষয়ে বিধি-১৭(১) এ বলা হয়েছে যে, কোন নির্দিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা পরিহারের উদ্দেশ্যে সাধারণত একটি প্রকল্প বা কর্মসূচির কোন অংশ নিম্নতর মূল্যমানের একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা যাবে না।

০৩। ক্রয় আইন ও বিধির উপর্যুক্ত নির্দেশনাসমূহের বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয় যে, সাধারণভাবে একটি একক ক্রয় কাজকে একাধিক প্যাকেজে বিভক্ত করা যাবে না। অনুরূপভাবে কোন নির্দিষ্ট ক্রয় পদ্ধতি বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার অনুমোদনের বাধ্যবাধকতা পরিহারের জন্য প্যাকেজকে বিভক্ত করা যাবে না। আর যদি প্যাকেজটিকে বিভক্ত করা হয়, তা হলে বিধি-১৫(২) এ বর্ণিত বিধানগুলো বিবেচনায় নিয়ে করতে হবে।

০৪। উল্লেখ্য যে, পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮ (পিপিআর, ২০০৮)-এ বর্ণিত উপর্যুক্ত নির্দেশনাসমূহ বিবেচনায় না নিয়ে যৌক্তিকতাবিহীনভাবে একটি একক ক্রয় কাজকে বিভক্তির উদ্দেশ্য হতে পারে একটি একক কাজে অধিক সংখ্যক ঠিকাদারকে সুবিধা প্রদান করা অথবা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের অনুমোদনকে অবজ্ঞা করা। অধিকন্তু ক্রয় কাজকে এরূপ কৃত্রিমভাবে বিভক্ত করার কারণে কাজের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে সমন্বয়হীনতা ও কারিগরি অসামঞ্জস্যতা দেখা দেয় এবং প্রক্রিয়া ব্যয় বৃদ্ধি পায়। বিধিতে বর্ণিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় না এনে, বিনা কারণে প্যাকেজ বিভক্তি সরকারি ক্রয়ের মূলনীতির পরিপন্থী এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অন্তরায়।

০৫। এমতাবস্থায়, ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নকালে ক্রয় কাজ [পণ্য (Goods), কার্য (Works), সেবা (Service) ও ভৌত সেবা (Physical Service)] প্যাকেজে বিভক্তিকরণের ক্ষেত্রে সরকারি ক্রয় আইন ও বিধি (পিপিএ, ২০০৬ ও পিপিআর, ২০০৮)-র সংশ্লিষ্ট ধারা/বিধিসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করে ক্রয় প্রক্রিয়াকরণের জন্য সকল ক্রয়কারী সংস্থা ও ক্রয়কারীকে অনুরোধ করা হ'ল।

স্বাক্ষরিত/-

(মোঃ ফারুক হোসেন)
মহা-পরিচালক (অতিরিক্ত সচিব)
ফোনঃ ৯১৪৪২৫২-৩

স্মারক নং-২১.০০.০০০০.৩৬৩.২২.০১৮.১৮-১৭৪

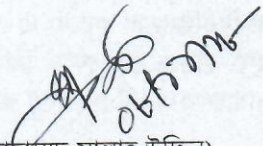
তারিখঃ ০৮/১১/২০১৮ খ্রিঃ

বিতরণঃ

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
৩. মুখ্য সমন্বয়ক, এসডিজি বিষয়ক, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, পুরাতন সংসদ ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা-১২১৫।
৪. সিনিয়র সচিব..... মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৫. সচিব মন্ত্রণালয়/বিভাগ।
৬. সদস্য, পরিকল্পনা কমিশন,শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।

অনুলিপি (কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে):

১. চেয়ারম্যান/প্রধান প্রকৌশলী/মহাপরিচালক/সংস্থা প্রধান,
.....।
২. মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, আইএমইডি, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শের-ই-বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. মহাপরিচালক মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সিপিটিইউ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. অফিস কপি।


(মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন)
উপ-পরিচালক
ফোনঃ ৯১৪৪২৫২-৩/২০১